দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জটিল পরিস্থিতি

মাসুদ কামাল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা স্থির না হওয়ার কারণে আইপিজিএমআর-এ বদলি হয়ে যেতে ডাক্তারদের মধ্যে শুরু হয়েছে এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা। কোন প্রকার মানদণ্ড ছাড়াই ঢালাওভাবে বদলির শিকার হচ্ছেন আইপিজিএমআরের সুযোগ্য শিক্ষকরা। তাঁদের জায়গায় যোগ দিচ্ছেন তুলনামূলক কম যোগ্যতাসম্পন্ন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একেবারে অযোগ্য ব্যক্তিরা। এ নিয়ে দেশের চিকিৎসক মহলে ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা।

গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পিজিতে ব্যাপক রদবদল করা হয়। ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি এই দুই দিনেই দু'টি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পিজি'র ১৭ শিক্ষককে বদলি করা হয়। অন্য জায়গা থেকে পিজিতে আনা হয় ১৫ জনকে। হঠাৎ করে এ ধরনের গণবদলি সারা দেশের চিকিৎসকদের মধ্যে শুরুতে দারুণ কৌতূহলের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাঁদের জায়গায় যাঁদেরকে আনা হয়, সেসব শিক্ষক-চিকিৎসকদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক পরিচয় দেখে অল্প সময়ের মধ্যেই কৌতূহল রূপান্তরিত হয় বিস্ময়ে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এক প্রবীণ শিক্ষক বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক যে, এবারের এই আলোচিত বদলির অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা বা জেষ্ঠ্যতাকে বিবেচনায় আনা হয়নি বরং দলীয় পরিচিতিই পেয়েছে প্রাধান্য। তা না হলে এফসিপিএস পাস করা সহযোগী বা সহকারী অধ্যাপকের জায়গায় সাধারণ ডিপ্লোমাধারী জায়গা করে নিল কিভাবে? সন্দেহ নেই, এটি একটি খারাপ উদাহরণ হয়ে থাকবে। সরকার পরিবর্তনের পর বদলি বা নিয়োগে দলীয় পরিচিতিকেই কেবল গুরুত্ব দেয়া হলে আজকের সুবিধাভোগীদেরও কিছু বলার থাকবে না।' এই প্রবীণ শিক্ষক অবশ্য নিজের নাম প্রকাশে খুবই অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আশি কিছু বলেছি জানলে আমার ওপরেও অন্যান্য বদলির খড়্গ নেমে আসতে পারে।

পিজি থেকে ঢাকার বাইরে বদলি হয়েছেন এমন এক সহকারী অধ্যাপক বলেন, সরকারী চাকরি যখন করি তখন বদলি তো হবেই। কিন্তু আমার স্থলে যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর কাউকে আনা হতো– কোন আপত্তি থাকত না। সে রকম যে সরকারী দলের সমর্থকদের মধ্যে নেই তা-ও তো নয়। অনেকেই আছেন আমার চেয়ে যোগ্যতর। কিন্তু তাঁদের না এনে যাঁকে আনা হয়েছে তিনি আমার মতো এফসিপিএস ডিগ্রী পর্যন্ত নেননি, অতি সাধারণ ডিও লাডকারী তিনি। সরকারী দলের অর্থাৎ বিএমএ'র নেতা– এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয়।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পিজিতে বদলি হয়ে আসা সৌভাগ্যবানদের মধ্যে কমপক্ষে চারজন রয়েছেন যাঁরা সাধারণ ডিপ্লোমাধারী। পিজি'র এক অধ্যাপক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, শিক্ষক হয়ে আসার পর এঁরা ছাত্রদের কি পড়াবেন বুঝতে পারছি না। এখানে সাধারণত এমএস, এফসিপিএস, এমডি'র ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে হয়। ডিএলও বা ডিও ডিগ্রীধারী একজন শিক্ষক এঁদেরকে কিভাবে পড়াবেন? এ বিষয়ে বিএমএ'র সাবেক সভাপতি অধ্যাপক এমএ মাজেদ বলেন, বিষয়টিকে তুলনা করা চলে বিএ পাস ছাত্রকে পড়ানোর জন্য আইএ পাস শিক্ষককে নিয়োগ দেয়ার সঙ্গে। তিনি বলেন, পিজি'র শিক্ষক নিয়োগ বা পদায়নের ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের ডিগ্রী, প্রশিক্ষণ, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতাই এত দিন মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ফেলো, মেম্বার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছাড়া ডিপ্লোমাধারীদের পিজিতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ বা বদলির বিধান ছিল না। কিন্তু এবার সেটাই হয়েছে। এ ঘটনা দেশের সামগ্রিক চিকিৎসা শিক্ষাতেই বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে তিনি মনে করেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বিক্ষুব্ধ এক তরুণ শিক্ষক বলেন, দলীয় কর্মীদের পুরস্কৃত করতে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকে রূপান্তরিত করতে তারা এতই উৎসাহী ছিল যে ন্যূনতম নিয়ম-কানুনগুলোও মানার ধৈর্য তাদের ছিল না। ফলে এমন কমপক্ষে দু'জন শিক্ষককে বদলি করে আনা হয়েছে যাঁদের এখনও পিএসসিই কনফার্ম হয়নি। গুলেনবাড়ি সিনড্রোমের রোগী, যিনি এক ঘণ্টাও দাঁড়িয়ে থাকতে শারীরিকভাবে সক্ষম নন, তাঁকে এমন এক বিভাগে বদলি করে আনা হয়েছে যেখানে চার-পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে একনাগাড়ে অপারেশন করতে হয়। গুলেনবাড়ি সিনড্রোমের এই সহকারীকে পাবার সংবাদ শুনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপক নাকি নিজে ছুটে গিয়েছিলেন মন্ত্রণালয়ে। অনুরোধ করেছিলেন— অন্য কাউকে দিন, একে দিয়ে আমার কাজ চলবে না। কিন্তু এতে কর্তৃপক্ষের মন গলেনি। দলীয় তদবিরই পেয়েছে প্রাধান্য। তাছাড়া আইসিইউ'র ওপর দেশের একমাত্র বিদেশী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধ্যাপককে সরিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে তুলনামূলক অনেক কম অভিজ্ঞ একজনকে। নগরীর একাধিক বিশেষজ্ঞ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রাক্কালে পিজিতে বদলির এই হিড়িক দেশের সামগ্রিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি অশনি সঙ্কেত। বিষয়টিতে সরকার সমর্থিত এক প্রবীণ অধ্যাপকও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'সরকার সমর্থক ডাক্তাররা সব সময়ই কিছু সুবিধাজনক পদ দখল করে থাকে। আগের সরকারগুলোর আমলেও হয়েছে; এখনও হবে—এটাই স্বাভাবিক। তবু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তত এ প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখা দরকার ছিল। তারপরেও দিতে চাইলে দলের মধ্যেও তো অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন লোক রয়েছেন, তাঁদেরকে দিলেই বিতর্ক হতো না।' এ ক্ষেত্রে ভ্যাবের এক নেতা অধ্যাপক কাজী শহীদুল আলম ও সহযোগী অধ্যাপক ইকবাল আর্সালানের নাম উল্লেখ করে বলেন, 'এঁদের বিষয়ে তো আমাদের কোন আপত্তি নেই। সরকার সমর্থক হিসাবে পরিচিত হলেও যে পদে তাঁদের দেয়া হয়েছে তাঁরা সে পদের জন্য যোগ্যও বটে।

অভিজ্ঞজনদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে থাকার লোভেই দলীয় নেতা-কর্মীরা পিজিতে বদলি হয়ে আসার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। এখনও পর্যন্ত মনে করা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সময় পিজিতে যাঁরা শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত থাকবেন আপনাআপনি তাঁরা পরিণত হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সারা দেশের মেধাবী ও যোগ্যতমদের মধ্য থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচন করা উচিত প্রয়োজনীয় শিক্ষকমণ্ডলীকে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণীত হলেই কেবল সম্ভব হবে পিজিতে নিয়োগ পাওয়ার জন্য এখন যে অসুস্থ প্রবণতা চলছে সেটা রোধ করা। সেই সঙ্গে নির্ঘাত অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচবে দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিণত হতে পারবে একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্সে।